International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-III, Issue-III, April 2017, Page No. 18-23
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

Modern Political Parties and Representative Institution: Some Conceptual Considerations

Sri Surojit Das
Assistant Professor in Political Science, Abhedananda Mahavidyalaya, Sainthia, Birbhum, West Bengal, India

Abstract

The inter-relations between democracy, representative institutions and political parties have always been a source of attention of the scholars as well as a source of huge controversies throughout the world. These are so closely tied with each other that one is ineffective without another. Democracy has established itself as the most popular form of government throughout the world. In contemporary world democracy or democratic institutions cannot run properly without the principle of representation and political parties as its most effective tool, especially in larger territories with larger population. Representative institutions and political parties are comparatively modern than the ideal of democracy. Both have emerged with the expansion of democracy in modern England and USA respectively. This article aims to explore the interrelations between democracy and representation through political parties. In other words, it tends to focus on the complex issue of the merging of representation as an ideal, representative institutions and political parties with democracy in the contemporary liberal democracies around the globe.

Key Words: Democracy, Representation, Representative institutions, political parties.

আধুনিক রাজনৈতিক দল ও প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান : ধারণাগত বিচার্য বিষয় সমূহ : ১৯৫৫ সালের 'Encyclopedia Britannica' পঞ্চদশ সংস্করন অনুযায়ী গণতন্ত্র হল এক ধরনের সরকার যার ভিত্তি হল জনগনের স্বশাসন। আধুনিক সময়ে গণতন্ত্র বলতে বোঝায় স্বাধীনভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ শাসন ব্যবস্থা এবং এক ধরনের জীবন যাত্রার প্রণালী যেটির ভিত্তি হল একটি মৌলিক পূর্বানুমান- সমস্ত ব্যক্তি সমান এবং তাদের প্রত্যেকের জীবন, স্বাধীনতার এবং সুখী থাকার অধিকার আছে। (পেযরস্কি ২০১০:৫)

রাজনৈতিক দল, প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান ও প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র - এই তিনটি ধারণার সম্পর্ক জটিল ও অনিশ্চিত। খ্রীঃ পূর্বে চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে এথেনসে গণতন্ত্র প্রথম আলোচিত ও সংগঠিত হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পরিবর্তন ও উন্নয়ন লক্ষ্য করা গেছে। পরিভাষা হিসাবে 'গণতন্ত্রের' আধুনিক অর্থে ব্যবহার লক্ষ্য যায় উনবিংশ শতাব্দী থেকে। এই সময় গণতন্ত্রকে বর্ণনা করা হত স্বাধীন প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনি ব্যবস্থা হিসাবে যেখানে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হত স্বাধীন প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনি ব্যবস্থার মাধ্যমে। (ডিমার, ২০০০:৯) আমরা যদি ধরে নিই গণতন্ত্রে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা নির্বাচিত প্রতিনিধি অর্ন্তভুক্ত করা বাধ্যতামূলক, তাহলে আমরা গ্রীকদের

সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করব যারা প্রথম তাদের নগর রাষ্ট্রে সরকার বোঝাতে গণতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। যদি আমরা এথেনসকে গণতন্ত্র বলতে অস্বীকার করি তাহলে বলতে হয় রাইট ভ্রাতৃদ্বয় এরোপ্লেন আবিষ্কার করেননি কারণ তাদের আবিস্কৃত এরোপ্লেনের সঙ্গে আমাদের এরোপ্লেনের মিল খুব সামান্য। (ডল, ২০০১:১০২)

'প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র'– এই পরিভাষাটি জটিল অর্থ বহন করে। এটি দুটি স্বতন্ত্র এবং বিকল্প রাজনৈতিক ঐতিহ্যের সমন্বয়। গণতন্ত্র হল একটি গ্রীক শব্দ যেটির কোন ল্যাটিন সূত্র নেই এবং গণতন্ত্র বলতে বোঝায় সরাসরি শাসন। 'প্রতিনিধিত্ব' হল একটি ল্যাটিন শব্দ যেটির কোন গ্রীক সূত্র নেই। প্রতিনিধিত্ব ধারণাটির অর্ন্তনিহিত অর্থ হল আরোপিত কার্য। অবিচ্ছেদ্যভাবে কারও হয়ে কোন কার্য সম্পাদিত করে দেওয়াকে বোঝায়। প্রতিনিধিত্ব রাজনৈতিক ভাষা ও একগুচ্ছ প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিকশিত হয়। (উরবিনাতি, ২০১১:২৩) প্রতিনিধিত্বের ধারণাটি আজকের দিনে একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে এবং বিশদে আলোচনার দাবি রাখে। আধুনিক সময়ে প্রায় সবাই প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে শাসিত হতে চায়, প্রতিটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী প্রতিনিধিত্ব চায়, এবং প্রতিটি সরকারই প্রতিনিধিত্বের দাবি করে। প্রতিনিধিত্ব এই ধারণাটির বর্তমান জনপ্রিয়তার একটি অন্যতম কারণ হল এই ধারণাটির সঙ্গে গণতন্ত্রের ধারণাটির সম্পর্ক। প্রতিনিধিত্ব বলতে কখনই প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার বোঝায় না। একজন রাজা একটি জাতির প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, যেমন পারে একজন রাষ্ট্রদূত। প্রতিনিধিত্বের ধারণাটি বিশেষ করে একজন মানুষের অনেকজন মানুষের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার ধারণাটি আধুনিকতম (পিটকিনস, ১৯৬৭:২)। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ধারণাটি পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীতে পরিপূর্ণতা লাভ করে। সাধারণভাবে বলা যায় একটি সার্বজনীন বিশ্বাস বিকশিত হয় যে সেই সরকারই যেটি জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত হয়। (অ্যালোনসো, কেইন, মারকেল, ২০১১:১-৩)

জ্যা জ্যাকস রুশো 'প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের' প্রথম বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছা কখনই প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে পারে না। যা কিছু আমরা বিশ্ব প্রকৃতির হাত থেকে পাই তা নির্মল, মানুষের হাতেই সবকিছু অধঃপতন ঘটে। রুশো একটি আদর্শ সমাজের সন্ধান করেন, যে সমাজে আমরা বাস করি আমরা নিজেরাই তাকে কলুষিত করেছি। জন্মের সময়ে যে স্বাধীনতা ছিল সেটাকে হারিয়ে নানান বন্ধনে নিজেকে বেঁধে ফেলেছি। যে প্রকৃতি আমাদের জন্মদাতা সেই প্রকৃতিকে আমরা অবমাননা করেছি। প্রকৃতি আমাদের হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি শেখায়নি, শিখিয়েছে সমাজ। তাই এমন এক সমাজ গঠন করতে হবে যেখানে মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারবে। এমন এক সমাজ যেখানে থাকবে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতা। (পি. কানুনগো, ২০১৩:৫১-৫৭)। রুশোর মতে, প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় গণতন্ত্রের তুলনায় অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র অধিক কাম্য। এই ধরনের গণতন্ত্রে স্বাধীনতা, স্বশাসন, সাম্য এবং গুণ সুরক্ষিত থাকে। মানুষের উপর যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রন ব্যক্তিকে প্রকৃতি সুখি করে। রুশো ব্রিটিশ সংসদীয় শাসন ব্যবস্থাকে খারিজ করেছেন কারণ এটি মানুষকে স্বাধীনতার একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রদান করে। প্রকৃত সত্যটি হল একমাত্র নির্বাচনের সময়েই ব্রিটিশ নাগরিকরা স্বাধীনতা ভোগ করে। (এস মুখার্জি এবং এস, রামাস্বামী, ২০১১:২৫৩)

একজন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদারনীতিক তাত্ত্বিক জন স্টুয়ার্ট মিল, তাঁর প্রণীত গ্রন্থ Representative Democracy তে যে কেন্দ্রীয় প্রশ্নটির উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন তাহল কোন ধরনের সরকার প্রকৃতিগত দিক থেকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মিলের মতে আদর্শ প্রকৃতির সরকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন জটিলতার থাকার কথা নয়, আদর্শগত দিক থেকে সেই সরকারই শ্রেষ্ঠ যেখানে চরম ক্ষমতা সমগ্র জনগণের উপর আরোপিত। প্রতিটি নাগরিকের চুরান্ত ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে শুধু ভূমিকাই থাকবে না, নির্দিষ্ট সময় অন্তর সরকারী কার্যাবলী হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রকৃত ভূমিকা পালন করবে। সমস্ত নাগরিক তাদের সামগ্রিক মর্যাদা নির্বিশেষে সমান এবং

জনপ্রিয় সার্বভৌমিকতাই একমাত্র সরকারের ক্ষমতার বৈধতা দিতে পারে। মিলের মতে গণতন্ত্র ভালো শাসন ব্যবস্থা, কারণ এটি মানুষকে সুখি ও উন্নত করে। (মিল, ২০০৪:৩৯)

ইংরেজ দার্শনিক এন্ডমন্ড বার্ক প্রতিনিধিত্বের উপর বিভিন্ন সময় পৃথক পৃথক মত পোষণ করেছেন। বার্কের প্রথম এবং প্রধানতম পরিচিত দৃষ্টিভঙ্গীটি হল এলিটিস। বার্কের এই মতটি পাওয়া যায় পার্লামেন্ট যখন সমগ্র জাতির হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে। বার্কের মতে অসাম্য হল সমাজে স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য। স্বাভাবিক ভাবেই কিছু সংখ্যক নাগরিক সবসময় সমাজে উচ্চস্থানে অবস্থান করে। একটি সুসংবদ্ধ সমাজে শাসক শ্রেণি সর্বদাই এলিটারি হয় - বার্ক যাকে প্রাকৃতিক অভিজাততন্ত্র বলেছেন। এলিটরা যে কোন সুসংবদ্ধ সমাজের অপরিহার্য অংশ কারণ সাধারণ জনগণ নিজেদের শাসন করতে অক্ষম এমন কি তারা এলিটদের অভিভাবক্ত এবং দিকনির্দেশ ছাড়া কোন কার্য সম্পাদিত করতে পারেনা। প্রতিনিধিত্ব সর্বদাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হবে, সাধারণ বা জনপ্রিয় ব্যক্তিদের দ্বারা নয়। (পিটকিনস, ১৯৬৭:১৬৯)

আধুনিক প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান বলতে বোঝায় আইন সভার নিম্নকক্ষকে, যেখানে প্রতিনিধিরা সার্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে আসে। এছাড়াও শাসন বিভাগ এবং আইন বিভাগের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ, আইনসভার কর আরোপের ক্ষমতা প্রভৃতি গুলিকেও মানদণ্ড হিসাবে ধরা হয়। প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান যেমনটি উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, প্রথম উদ্ভব ঘটে ইংল্যান্ড ও পোলান্ডে ১৪৯৩ খ্রীঃ। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে পশ্চিম গোলার্ধে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রথম উদ্ভব হয়। প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানেই যে স্থায়ী হয়েছে, তা বলা যাবে না। কোন কোন দেশে তা বিনষ্ট হয়েছে। কারণ হিসাবে বলা যায় সংশ্লিষ্ট সরকার প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে শাসন করতে চায়নি অথবা নির্বাচনে পরাজিত পক্ষ জনাদেশ মানেনি অধবা যখন কোন রাজনৈতিক শক্তি প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় নিজেদের জন্য জায়গা খুঁজে পায়নি, তখনই তারা এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসকারীর ভূমিকা পালন করেছে। পরিশেষে বলা যায় বিগত দুই শত বছর ধরে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান সমস্ত ঘাত, প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্র বির্বতিত হয়েছে। যদিও গণতন্ত্রের দিকে বির্বতনের এই পথটি সমান্তরাল ছিলনা। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রধান বিষয় ছিল ভোটাধিকারের সম্প্রসারন এবং শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক। আবার বিংশ শতাব্দীতে প্রধান দ্বন্দ্বের বিষয় হয়ে ওঠে নির্বাচনি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল। বর্তমানে যেখানে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় - রাজনৈতিক অধিকার সার্বজনীন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সংগঠিত হয় রাজনৈতিক দলের দ্বারা, নির্বাচন হল প্রতিযোগিতামূলক, বিরোধীদের ক্ষমতা দখলের সমান সুযোগ প্রদান, সরকার এবং বিরোধীতা উভয়ই গণতন্ত্রের মৌলিক নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। (পেযরস্কি. ২০১০:৪৪-৪৬)

দলাদলি এই হানিকর শব্দটি থেকে দল শব্দটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে ধীরে ধীরে। বর্তমানে এই শব্দটি গ্রহণ যোগ্যতা পেয়েছে যে, দল মানেই দলাদলি নয়। অবশ্যম্ভাবী ভাবেই খারাপ নয় বা অপরিহার্য্য ভাবেই সাধারণের ইচ্ছাকে খণ্ডিত করেনা। ধারণাগত স্তরে এবং বাস্তবেও দলাদলি থেকে দল এই উত্তরণ পর্বটি ঘটেছে ধীরে এবং আঁকা বাঁকা পথে। দল শব্দটি এসেছে ল্যাটিন ক্রিয়াপদ 'ল্যারটাইরি' থেকে, কথাটির অর্থ হল বিভাজন। দল কথাটি মূলতঃ অংশের ধারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং অংশের ধারণাটি বিরক্তি উৎপাদক নয়। (সারটরি, ১৯৭৬:৩) অ্যালান বলেরমতে আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক দল বাদ দিয়ে কল্পনা করা শক্ত।রাজনৈতিক দলহীন গণতন্ত্র প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্র গুলিতে কার্যকর প্রস্তাব হতে পারে কিন্তু আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটি কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। (বল, ২০০০:১১১) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সাময়িকভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারে রাজনৈতিক দল কে বাদ দিয়ে, কিন্তু গণতন্ত্র যখনই, যেখানে ব্যাপক মাত্রায় চর্চিত হয়েছে তখনি এর প্রয়োগ কৌশল হিসাবে প্রতিনিধিত্বের উপরই আস্থা রাখতে হয়েছে এবং রাজনৈতিক দলই এক্ষেত্রে প্রয়োগকারী সংগঠনের ভূমিকা

পালন করেছে। আধুনিক প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানের একটি অপরিহার্য অংশ হল রাজনৈতিক দল। (সিং, ২০০৮:২৩২)

আমরা রাজনৈতিক দলকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে বলতে পারি, দল হল একটি অর্থবহ বিশ্লেষণের একক। দলকে আমরা যেমন একটি বিশ্লষণের একক বলে ধরতে পারি পাশাপাশি এটিকে একটি ব্যবস্থাও বলা যায়। এলডারসভেলডদল সম্পর্কে সঠিকভাবে সংযোজন করেছেন যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার একতি ক্ষুদ্র সংস্করণ। এর কতৃত্বের একটি কাঠামো আছে, প্রতিনিধিত্বের একটি প্রণালী আছে, একটি নির্বাচনি প্রক্রিয়া আছে এবং এটি হল একটি উপপক্রিয়া যেটি নেতা নিয়োগ করে থাকে। সমাজের জন্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এবং ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়। সর্বোপরি বলা যায় রাজনৈতিক দল হল একটি সিদ্ধান্ত প্রনয়ণকারী ব্যবস্থা। (সারটরি, ১৯৭৬:৭১)

আধুনিক গণতান্ত্রিক দলের উদ্ভবের পিছনে দুটি প্রধান রাজনৈতিক ঘটনাকেই দায়ী করা হয়। চরম রাজতন্ত্রের অবসান এবং ভোটাধিকারের সার্বজনীন সম্প্রসারণ। অন্যভাবে বলা যায় রাজা যতদিন পর্যন্ত ক্ষমতার উপর একাধিপত্য ভোগ করেছে এবং জনসাধারণ যতদিন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল ততদিন পর্যন্ত দলীয় কার্যকলাপ ছিল নিরর্থক এবং তা দেশদ্রোহিতার সামিল, অ্যালফ্রেড ডি গ্যারাজিইয়ার পর্যবেক্ষণ থেকে জানতে পারি যেখানে সার্বজনীন ভোটাধিকারের সম্প্রসারণ বিলম্বে হয়েছে সেখানেই রাজনৈতিক দল তার আধুনিকতম রূপে দেরিতে আর্বিভাব হয়েছে (ভূষন, ১৯৯৭:৯২) ইউরোপ ও ব্রিটেনের দলব্যবস্থা হল আমূল অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের ফলশ্রুতি। দক্ষিণ এশিয়াতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বির্বতন ব্রিটেনের মত একই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ হয়নি। ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় সার্বজনীন ভোটাধিকারের প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিযোগিতামূলক দল ব্যবস্থার বিকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলই অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছিল। (মিত্র এবং এনসকাট, ২০০৮:৭-৮)

ম্যাকস ওয়েবারের মতে রাজনৈতিক দল জীবন্ত থাকে ক্ষমতার কক্ষপথে এবং এই উদ্দেশ্যে তারা সম্প্রদায়গত ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে। (কাটজ, ২০০৮:২৯৫)জোসেফ সুমপিটারের মতে রাজনৈতিক দল শুধুমাত্র কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ একটি গোষ্ঠী নয়, একই সঙ্গে রাজনৈতিক দল হল এমন একটি গোষ্ঠী যেটি প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা দখলের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ করে থাকবে। আমেরিকান পণ্ডিত এপিসটন রাজনৈতিক দলের উপর রাজনৈতিক পরিবেশের প্রভাবকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিল। নিউম্যান রাজনৈতিক দলকে আধুনিক রাজনীতির জীবনরেখা বলে অভিহিত করেছেন। (উপরিউক্ত। ২৯৫)

নির্বাচনি গণতন্ত্রে বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব উপলব্ধি করবার জন্যে জানা প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলি কী কার্য সম্পাদন করবে তা অনেকাংশ রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল আধিপত্যকারী ভূমিকা পালন করে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তি, স্বাধীনতাতে ও হস্তক্ষেপ করে। নিম্নে আলোচিত রাজনৈতিক দলের কাজগুলি কখনই একটি সম্পূর্ণ তালিকা নয় বরং বলা ভালো এগুলি হল একটি সাধারণ বিভাজক যেগুলি আমাদের রাজনৈতিক দলের আর্ন্তজাতীয় চরিত্র কে বুঝতে সাহায্য করবে। (গানটার, ডায়মন্ড, ২০০১:৭)

প্রথমত প্রতিনিধিত্ব করা: রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক কাজ হল প্রতিনিধিত্ব করা। প্রতিনিধিত্ব বলতে বোঝায় রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং ভোটারদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া জানাবার ও গ্রন্থিবদ্ধ করার সামর্থকে বোঝায়। (হেউড, ১৯৯৭:২৫২-২৫৩)

দ্বিতীয়তঃ এলিট সৃষ্টি ও সরবরাহ করা: সমস্তরকম রাজনৈতিক দলই তাদের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে থেকে রাষ্ট্র শাসক প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দলগুলি রাজনৈতিক নেতাদের প্রশিক্ষণের

একটি ক্ষেত্র প্রদান করে। নেতাদের দক্ষতা, জ্ঞান, এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা সমৃদ্ধ করে। আবার রাজনৈতিক নেতাদের উপরও দলের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ভর করে। (উপরিউক্ত:২৫২-২৫৩)

তৃতীয়তঃ বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করা : রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীগুলির স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে, কখন প্রতীকিভাবে অথবা কখনও সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর স্বার্থগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে। এই ধরনের সামাজিক প্রতিনিধিত্ব আমরা দেখতে পাই নির্বাচনি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়, যখন রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীগুলির সমর্থন পাবার চেষ্টা করে। কখনও কখনও রাজনৈতিক দলগুলির তাদের এই ভূমিকার কথা স্বীকার করে আবার কখনও করে না, কিন্তু তারা এই ধরনের প্রতিনিধিত্বের প্রভাব সম্পর্কে সর্বদাই ওয়াকিবহাল থাকে। (গানটার, ডায়মন্ড, ২০০১:৮)

চতুর্থতঃ সমাজের সামনে লক্ষ্য স্থির করা: রাজনৈতিক দল তাদের কর্মসূচি ও মতাদর্শ নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করে, যা সমাজকে সাহায্য করে তার সম্মিলিত উদ্দেশ্য চিহ্নিত করণের ক্ষেত্রে। ব্যক্তি কখনই এককভাবে তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্যকে মেলাবার চেষ্টা করে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে। (ডিমার, ২০০০:৫২)

পঞ্চমতঃ স্বার্থের সমষ্টিকরণ ও গ্রন্থিবদ্ধ করা: সমষ্টির লক্ষ্য স্থির করার পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলি সমাজ অভ্যন্তরস্থ ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থগুলির সমষ্টিকরণ ও গ্রন্থিবদ্ধ করতে সাহায্য করে। বাস্তবিক পক্ষে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের একটি প্রচারের মাধ্যম হিসাবে গড়ে তোলে যার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবসায়ী, শ্রমিক, ধর্মীয়, জাতিগত বা অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি নিজেদের স্বার্থকে সিদ্ধ করতে পারে আবার এর সাহায্যে স্বার্থগুলিকে প্রতিহত ও করা যায়। (হেউড, ১৯৯৭:২৫৩-৫৬)

ষষ্ঠতঃ সরকার সংগঠন করা: আধুনিক জটিল সমাজকে আধুনিক রাজনৈতিক দলের অনুপস্থিতিতে শাসন করা অসম্ভব। আধুনিক রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে দলীয় সরকার বলা যায়। সরকারের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। সরকারের প্রধান দুটি বিভাগ, আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা নিশ্চিত করে রাজনৈতিক দল। (হেউড, ১৯৯৭:২৫৩-৫৬)

রাজনৈতিক দল ঠিক তেমনটা নয় যেমনটা তাকে আমরা দেখি। প্রতিষ্ঠিত, দীর্ঘস্থায়ী গণতন্ত্র গুলিতে রাজনৈতিক দলগুলি ভাবগত দিক থেকে আগের আধিপত্য বা সংযোগ ধরে রাখতে পারছে না, যেমনটি তারা কিছু দশক আগেও রাখত। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলিতে, উন্নত বা উন্নয়নশীল উভয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল বা তার শাখা সংগঠনগুলির প্রতি মানুষের বর্ধিত অনাস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাহলে কি প্রশ্ন করা যায় যে রাজনৈতিক দল আর আগের মত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারছে না? রাজনৈতিক দলের বদলে অন্য ধরনের সংগঠনগুলি, যেমন সামজিক আন্দোলন বা স্বার্থগোষ্ঠী গুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। (গানটার, ডায়মন্ড, ২০০১:১)

উপরিউক্ত, প্রবন্ধে আমি প্রতিনিধিত্বের ধারণা, প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের ধারণা, বিকাশ এবং ভূমিকা পর্যালোচনা করেছি, পাশাপাশি প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলি হল অপরিহার্য্য, রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সরকার তার শাসনের বৈধতা আদায় করে। পশ্চিমি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলিতে ঐতিহাসিক বির্বতনের পথেই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের উত্তরণ ঘটেছে এবং এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজনৈতিক দলের বিকাশ ঘটেছে। এটা ঘটেছে দীর্ঘ বিবর্তনের পথে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক দল একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি লঘু হয়ে যায়। তৃতীয় বিশ্ব বা ভারতের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত বক্তব্য কার্যকর নয়। ভারতে রাজনৈতিক দলের বিকাশ ঘটেছে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অংশ হিসাবে। রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভগুলির

বিকাশ বা অনেক ক্ষেত্রে অবনতিও ঘটেছে। এতদসত্ত্বেও বলা যায় প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। রাজনৈতিক দলের এই ভূমিকা গণতন্ত্রের পক্ষেও শুভ।

Bibliography

1. Alonso, S, Keane, Keane and Merkel, (2011), *The Future of Representative Democracy,* eds. *Representative Democracy and its critics,* Newyork, Cambridge University Press
2. Ball, R Al and Peters Guy. B, (2000), *Modern Politics and Government,* Newyork, Palgrave Macmillan
3. Bhushan, Vidya, (2006), *Comparative Politics,* New Delhi, Atlantic
4. Caramani, Daniele, (2008), *Comparative Politics,* eds, *Political parties,* Newyork, Oxford University Press.
5. Demir, H, (2000), '*The Role and Treatment of Political Parties in Liberal Democracies with Reference to The United Kingdom, Turkey and The European Convention on Human Rights*, Leeds, The University of Leeds.
6. Dahl, A Robert, (2001), *On Democracy,* New Delhi, East-West Press.
7. Diamond, Larry and Gunther, (2001), *Political Parties and Democracy,* Baltimore, Hopkins University Press.
8. Heywood, Andrew, (1997), *Politics,* Newyork, Palgrave
9. Kanungo, P, (2013), *Jean Jacques Rousseau,* Kolkata, Granthathirtha.
10. Mukherjee, S and Ramaswamy, S (2011), *A History of Political Thought,* New Delhi, PHI learning Pvt.
11. Mill, Stuart John, (2004), *Considerations On Representative Government,* Pennsylvania, A Pennsylvania State.
12. Mitra, K, Subrata and Others, (2008), eds, *Political Parties in South Asia,* London, Praeger.
13. Przeworski, Adam, (2010), *Democracy and the Limits of Self-Government,* Newyork, Cambridge University Press.
14. Pitkin, Fenichel, Hanna, (1967), *The Concept of Representation,* Berkeley, University of California Press.
15. Sartori, G, (1976), *parties and Party systems: A Framework Of Analysis,* London, Cambridge.
16. Singh, M.P and Saxena, R (2008), *Indian Politics,* New Delhi, Prentice Hall.